স্থানীয় সরকার পরিষদ
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

"প্রজ্ঞাপন"

নং-৬-৩/৯৫-৮৫৫/স্থাঃসঃপঃ, তাং-১২-০৫-১৯৯৫ইং

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (১৯৮৯ইং সনের ২০ নং আইন যাহা বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যায় ৬ই মার্চ, ১৯৮৯ প্রকাশিত) এর ৬৯(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং পরিষদের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেনঃ

০১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ-

ক) এই প্রবিধানমালা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ "রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য-সামগ্রীর উপর টোল, কর ও ফিস আদায় প্রবিধানমালা" ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

খ) এই প্রবিধানমালা সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

০২। সংজ্ঞা ঃ-

বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থকিলে, এই প্রবিধানে-

ক) "আইন" -বলিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন)-কে বুঝাইবে।

খ) "পরিষদ" -বলিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদকে বুঝাইবে।

গ) "রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য"-বলিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় উৎপাদিত এবং অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী, মালামাল, পশু ইত্যাদিকে বুঝাইবে।

ঘ) "রপ্তানী"- বলিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা হইতে কোন দ্রব্য-সামগ্রী, মালামাল, পশু ইত্যাদি জেলার বাহিরে নেওয়া বুঝাইবে।

ঙ) "জেলা"-বলিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ভৌগোলিক সীমারেখা বুঝাইবে।

চ) "আদায়"-বলিতে আইনের ৬৯ এর ২(ঠ) ধারায় উলেখিত কর, রেইট, টোল এবং ফিস ধার্য ও আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় বুঝাইবে।

ছ) "এলাকা" -বলিতে পরিষদ কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিভক্তিকৃত এলাকা বুঝাইবে।

জ) "কমিটি"-বলিতে নিলাম পরিচালনা কমিটি বুঝাইবে।

ঝ) "নিলাম কর্মকর্তা"-বলিতে পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বুঝাইবে।

০৩। নিলাম ব্যবস্থা ঃ-

১) প্রত্যেকটি টোলকেন্দ্র প্রতি ১ (এক) বৎসর (১লা জুলাই হইতে ৩০শে জুন) এর জন্য নিলামে বিক্রয়/ইজারা প্রদান করা হইবে।

২) পরিষদ কর্তৃক পূর্ব বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিভক্তিকৃত এলাকার নির্দিষ্ট স্থান হইতে রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী হইতে টোল, কর, ফিস ইত্যাদি আদায়ের জন্য টোলকেন্দ্র নিলাম প্রদান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। তবে, শর্ত থাকে যে, এই নিলাম নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বেই সম্পন্ন করিতে হইবে।

৩) নিলাম অনুষ্ঠানের সময়সূচী নির্দিষ্ট দিনের অন্ততঃ ১(এক) সপ্তাহের পূর্বে পরিষদ কার্যালয়/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, থানা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বাজারসমূহে ঢোল-সহরতের মাধ্যমে এবং কমপক্ষে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হইবে।

৪) এই নিলাম অনুষ্ঠান প্রয়োজনবোধে পরিষদ কার্যালয় ছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও থানা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়েও করা যাইবে।

৫) সরকারী ছুটি কিংবা সাধারণ ছুটির দিনে এই নিলাম অনুষ্ঠান করা যাইবে না।

৬) নিলাম অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য পরিষদের চেয়ারম্যান অনুর্ধ্ব ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিবেন। কমিটি পরিষদের সদস্য/কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

৭) এলাকাভিত্তিক রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যাদির টোল আদায়ের জন্য সম্ভাব্য "রেইট সিডিউল" নিলাম অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ১(এক) মাস পূর্বে পরিষদ অধিবেশনে নির্ধারণ করা হইবে এবং কোন্ কোন্ পর্যায়ে কোন্ কোন্ আইটেমের নিলাম পরিচালিত হইবে ইহার একটি তালিকা প্রকাশ করা হইবে।

৮) এই নিলামে পরিষদের কোন সদস্য/কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং টোলকেন্দ্র নিলাম সংক্রান্ত কোন পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৯) নিলাম অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র আপাততঃ বন্ধ/স্থগিত রাখিতে পারিবে।

১০) নিলামে অংশগ্রহণকারীদেরকে নিলাম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত হারে জামানত/বায়নার টাকা নিলাম ডাকে অংশগ্রহণের পূর্বে দরপত্রের সহিত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

০৪। নিলাম ডাক/দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল ঃ-

১) সর্বোচ্চ নিলাম ডাক/দরপত্র গ্রহণ করা হইবে। তবে উক্ত ডাক/দরের অংক পূর্ববর্তী ৩(তিন) বৎসরের গড় আয় অপেক্ষা কম হইলে পুনরায় নিলাম

ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২) দ্বিতীয় বারের নিলাম সময়সূচী ১(এক) সপ্তাহের মধ্যে হইতে হইবে। এই নিলাম যদি উপরোক্ত ৩(তিন) বছরের গড় আয় অপেক্ষা কম হয়, তবে, কমপক্ষে ৩(তিন) দিনের মধ্যে তৃতীয় বার নিলাম ব্যবস্থা এবং ইহাতেও সন্তোষজনক অগ্রগতি না হইলে পরিষদ নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩) নিলামের সর্বোচ্চ ডাক/দর লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী না হইলে নিলাম অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পূর্বে পুনরায় নিলাম তারিখ উপস্থিত সকলের সম্মুখে ঘোষণা করিতে হইবে অথবা ৩(তিন) দিনের মধ্যে পত্র যোগে নিলামে অংশগ্রহণকারীদেরকে জানাইতে হইবে।

৪) কোন ব্যক্তি/সংস্থার নিলাম সম্পর্কে অভিযোগ থাকিলে, তাহা নিলাম অনুষ্ঠানের ৩(তিন) দিনের মধ্যে পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট দায়ের করিতে হইবে। পরিষদের চেয়ারম্যান উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিবেন। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ পক্ষ প্রয়োজনবশত: সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

৫) কর্তৃপক্ষ যে কোন ডাক/দর গ্রহণ বা বাতিল করার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং সর্বোচ্চ হইলেও কর্তৃপক্ষ কোন ডাক/দর গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।

০৫। গৃহীত নিলামের টাকা জমাদান ও চুক্তি সম্পাদন ঃ-

১) সর্বোচ্চ নিলাম ডাককারী/দরদাতাকে ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) টাকা ডাক/দর গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে পরিশোধ করিতে হইবে। উক্ত টাকা জামানত হিসাবে থাকিবে। অবশিষ্ট ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) টাকা পরবর্তী ২(দুই) মাসের মধ্যে সমান ২(দুই) কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। তবে, শর্ত থাকে যে, কোন টোলকেন্দ্রের সর্বোচ্চ দর/ডাক অনুর্ধ্ব ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হইলে সম্পূর্ণ টাকাই ডাক/দর গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে পরিশোধ করিতে হইবে।

২) উপরোক্ত নিয়মে নিলামের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে নিলামে অংশ গ্রহণ বাবদ প্রদত্ত জামানত/বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহা পরিষদ তহবিলে জমা করা হইবে।

৩) যদি সর্বোচ্চ নিলাম ডাক/দর পূর্ববর্তী ৩(তিন) বছরের গড় আয় হইতে দ্বিগুণ বা ইহার বেশী হয়, তবে নিলাম কমিটি সর্বোচ্চ ডাক/দরের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) জমা নেওয়ার পরিবর্তে ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) জামানত হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে, শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রেও অবশিষ্ট সম্পূর্ণ অর্থ উপরোক্ত ২(দুই) মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

৪) গৃহীত নিলাম ডাক/দর এর নির্ধারিত টাকা জমা দেওয়ার সাথে সাথে টোল/কর/ফিস আদায়ের অধিকার নিলাম গ্রহণকারীর সহিত চুক্তিনামা সম্পাদনের

মাধ্যমে প্রদান করা হইবে। পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা নিলাম কর্মকর্তা পরিষদের পক্ষে নিলাম চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করিবেন।

৫) ইজারা চুক্তিনামায় সার্টিফিকেট পদ্ধতিতে বকেয়া আদায়/নিলামের সময় শেষ হওয়ার পর দায়-দায়িত্ব হস্তান্তর, পরিষদের চেয়ারম্যান, সচিব, সদস্য ও কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের অধিকার, টোল আদায় কেন্দ্রে পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত কোন কাঠামো তৈয়ার না করা ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিবে, যাহা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্ট ফরমে করিতে হইবে।

৬) কোন ডাক/দর প্রদানের পর, তাহা প্রত্যাহার করা যাইবে না, করিলে উহাতে পরিষদের কোন ক্ষতি হইলে উক্ত ডাক/দরদাতা হইতে বকেয়া ভূমির রাজস্ব হিসাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে অথবা নিলামে অংশগ্রহনের জন্য প্রদত্ত জামানত/বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৭) কোন ডাককারী/দরদাতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ না করিলে কোন প্রকার কারণ না দর্শাইয়া পরিষদ পুনরায় নিলাম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিস্তির টাকাও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে চুক্তিপত্র বাতিল/টোল ইজারা/অনুমতি পত্র বাতিল করিতে পারিবেন। ঐ অবস্থায়, পরিষদের কোন আর্থিক ক্ষতি হইলে ইজারাদার/ নিলাম-ক্রেতা হইতে সেই ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

০৬। টোল আদায় ঃ-

১) নিলাম ক্রেতা/ইজারাদার পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত রেইট সিডিউল অনুযায়ী পরিষদ কর্তৃক সরবরাহকৃত রশিদ বইয়ের মাধ্যমে জেলায় উৎপাদিত এবং জেলার বাহিরে পরিবহনকৃত সিডিউলভূক্ত মালামালের উপর হইতে টোল/ কর/ফিস আদায় করিবেন।

২) নিলাম ক্রেতা/ইজারাদার পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত রেইটের বেশী টোল /কর/ ফিস আদায় করিতে পারিবে না। করিলে বা করার ইচ্ছা প্রকাশ পাইলে নিলাম-ক্রেতা/ ইজারাদার আইনত: দন্ডনীয় হইবেন।

৩) পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত টোলকেন্দ্রের স্থানে কিংবা পরিষদের অনুমতিক্রমে নিলাম-ক্রেতা/ইজারাদার সুবিধাজনক স্থানে টোল/কর/ফিস আদায় করিতে পারিবেন।

৪) পরিষদ কর্তৃক সার্বিক বিবেচনায় রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর যে হারে ও যে প্রকৃতিতে রেইট ধার্য্য করিবেন, সেই হারেই নিলাম-ক্রেতা/ইজারাদার টোল/কর/ ফিস আদায় করিবেন। টোল আদায় কেন্দ্রে অনুমোদিত দ্রব্য সামগ্রীর রেইট সিডিউল সাইনবোর্ড আকারে টাংগাইয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়।

৫) ইজারাদার কোনক্রমেই ইজারাপ্রাপ্ত স্থানের টোল/কর/ফিস আদায়ের ক্ষমতা

অন্যের নিকট ইজারা/বন্দোবস্ত দিতে পারিবে না। যদি অনুরূপ কার্যকলাপ বা চুক্তিপত্রের শর্ত লংঘন ধরা পড়ে তাহার নিলাম বাতিলসহ জামানত বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬) রেইট সিডিউলে উল্লেখ নাই এইরূপ দ্রব্য সামগ্রীর রপ্তানীর বেলায় পরিষদের অনুমতি ছাড়া কোন টোল/কর/ফিস আদায় করা যাইবে না।

৭) টোল আদায়কালীন কোন যানজট কিংবা শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্ন করা যাইবে না। কোন রপ্তানীকারক টোল প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইলে তাহার ব্যাপারে নিকটস্থ থানায় ডাইরী করিয়া তাহা পরিষদকে জানাইতে হইবে।

৮) পরিষদ কর্তৃক টোল আদায়ের রশিদ বই সরবরাহ করা হইবে। ইজারাদার কোন রশিদ বই ছাপাইতে পারিবেন না। সরবরাহকৃত রশিদ বই (ব্যবহৃত/ অব্যবহৃত) মেয়াদ শেষে পরিষদে জমা দিতে হইবে। এক বৎসরে সরবরাহকৃত রশিদ বই অন্য অর্থ বৎসরে কিংবা অন্য কোন কাজে ব্যবহার আইনত: দন্ডনীয়।

০৭। বকেয়া আদায় ঃ-

১) নিলামক্রেতা/ ইজারাদারকে বকেয়া সম্পূর্ণ টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে পরিষদের সহিত সম্পাদিত চুক্তিনামা/টোল আদায়ের অনুমতি পত্র বাতিল এবং জামানত, ইতিমধ্যে জমাকৃত সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা যাইবে এবং বকেয়া টাকা সার্টিফিকেট পদ্ধতিতে আদায় করা যাইবে।

০৮। সংশোধন/সংযোজন/বাতিল ঃ-

১) এই প্রবিধান প্রয়োজনে সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন কিংবা আংশিক পরিবর্তন করিতে হইলে পরিষদের পূর্ণ সভায় সিদ্ধান্তের পর সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে।

স্বা/সমীরণ দেওয়ান
চেয়ারম্যান
পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ
খাগড়াছড়ি।